Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.114-122
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর সমসাময়িক বাংলা ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মিলন পটুয়া

Abstract:

Literature is the mirror of time. Therefore, Narayan Gangopadhyay and his contemporary short story writers, being of the same age-mindset, often reflect the same problem-thought-thoughts in their writings. Moreover, the era is not an era of single literary talent, but also an era of grouping in the field of literature. So the writers of this era are close to each other and naturally influenced by each other to some extent. Therefore, to know Narayan Gangopadhyay, one of the literary geniuses of this era, it is necessary to know about his other literary contemporaries. Moreover, from this discussion it seems possible to discover the uniqueness of Narayanababu compared to the contemporary writers. On a side note, among Narayan Gangopadhyay's contemporaries I have included some of his elder short story writers. Because even though they did not start writing stories at the same time when Narayan Babu wrote stories, these senior writers still wrote stories and hence their contemporaries are included in the ambit of storytellers. Narayan Gangopadhyay, like the writers of that time, also wrote stories about the effects of World War II, depression, clothing crisis, women oppression, black market, and corruption in education, clash of old and new ideologies, communism, complex psychology directed by Freud Sigmund. In the background of Manvantar, Vibhutibhushan Banerjee wrote 'Bheed', 'Chaul', etc. stories, Tarashankar Banerjee wrote 'Boba Kanna', 'Poush Lakshmi', Manoj Basu wrote 'Manvantar', Achintyakumar Sengupta wrote 'Kalnag', 'Bone', 'Crow'. , 'Vastu', Prabodh Sanyal wrote 'Angar', Manik Banerjee wrote 'Ke bachay ke bachay', 'Today's Kal Tomorrow's Story', 'Misrule', 'Numana', 'Nedi', 'Why didn't you take it away': Narendranath Mitra writes Kabhash', 'Rasavas', 'Transformation', 'Repost': Sakant Bhattacharya writes 'Khudha''. unintelligible'; And Narayan Gangopadhyay wrote stories like 'Bones' Misrule', 'Kabar', 'Nakra Charit' etc. With these stories written in the background of Manvantar, the darkness of the black market, the material crisis is inextricably spread. And sometimes the spirit of communism has also arisen under the cover of these stories. Manik Banerjee wrote 'Earthquake', 'Reptile', 'Lizard', Tarashankar Banerjee wrote 'Nari O Nagini', 'Witch', Subodh Ghosh wrote 'Garal Amiya Bhel', and Narayan Gangopadhyay wrote 'Awakening', 'Amanonita'. ', 'Rivals, Accidents' etc. stories.

পুরাতন ও নূতন যুগের ভাবাদর্শের দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'পিতা-পুত্র', 'জলসাঘর'; প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন 'অফুরন্ত', সুবোধ ঘোষ লিখেছেন 'ন যযৌ ন তস্থৌ', পরশুরাম লিখেছেন 'রাতারাতি', 'বরনারী বরণ', 'আনন্দ বাঈ', আর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'মমি', সৈনিক', 'ভাঙা বন্দর'। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি দেখে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন 'মাষ্টারমশাই', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'ভাঙা চশমা'।

সমাজে নারী নির্যাতন দেখে ব্যথিত হয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন 'দিদি', সুবোধ ঘোষ লিখেছেন 'বারবধূ', 'পরশুরামের কুঠার', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন 'কেয়ার কাঁটা', 'ইতি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'এক্‌জিবিশন', 'তিমিরাভিসার', 'কালো জ্বল', 'শৈব্যা' প্রভৃতি গল্প।

সমাজে কেরাণীদের করুণ অবস্থা দেখে চেকভ ও মোপাসার মতো প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন 'শুধু কেরাণী', বৃদ্ধদেব বসু লিখেছেন 'একা' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'হলদে খাম'।

কেবল, বিষয়গত দিক দিয়েই নয়, সেকালে ছোটগল্পের রূপ-রীতি-আঙ্গিকের ওপর যেসব নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তাতেও নারায়ণবাবু যোগ দিয়েছেন। লাগেরভিস্ট, ওয়াইডম্যানের অনুসরণে শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'বন্ধন' এবং বুদ্ধদেব বসু 'রোদ', 'জ্বর' প্রভৃতি ঘটনা-বিহীন গল্প লিখেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও 'কালপুরুষ', 'শ্রীযুক্ত গোপীবল্লভ কুণ্ডু' 'তিতির' প্রভৃতি গল্পকে ঘটনা-বিহীনভাবে তিনি গড়ে তুলেছেন।

তবু যুগ-প্রভাবিত হয়েও তিনি যুগাতিক্রমী। কেননা, সমকালীন লেখকদের মতো নেতিবাচক নয়, তিনি ছিলেন জীবনের প্রতি ইতিবাচক প্রসন্ন দৃষ্টির অধিকারী। তাঁর আশাবাদী, স্বপ্নদর্শী মন ছিল সৌন্দর্যের পূজারী। সমকালীন সাহিত্যক্ষেত্রে কুশ্রীতা ও নগ্নতার দিকে যে ঝোঁক দেখা দিয়েছিল, তার থেকে তার লেখা সম্পূর্ণ মুক্ত। তদানীন্তন লেখকদের মতো তিনি দুঃখ বিমুখও নন। সুখ-দুঃখ সবকিছুকেই তিনি জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে মেনে নিয়েছেন। আসলে কল্লোলীয়দের মতো তিনি চরমপন্থী নন মধ্যমপন্থী। তাই তাঁর সাহিত্য ক্ষণিকের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নয়। বিশেষত, সে যুগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবকে জোর করে অস্বীকার করবার যে প্রবণতা ছিল, তার থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। নারায়ণবাবু বরং রবি-প্রভাবকে সসম্মানে স্বীকৃতি জানিয়ে বলেছেন- "বহু ভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের দেশে জন্ম নিতে পেরেছি। তাঁর জীবন সাধনা আমার আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে জ্বলতে থাকুক।"[1]

স্বদেশপ্রেম ও আদর্শবাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নারায়ণবাবুর লেখাতেও আছে, কিন্তু তা মার্কসবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রবীন্দ্রনাথের 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'গুপ্তধন' প্রভৃতি গল্পে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ আছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেই পাখিটা', 'অমনোনীতা' প্রভৃতি গল্পেও এরূপ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে। কিন্তু এ মনস্তত্ত্ব অনেক জটিল এবং ফ্রয়েডিয় চিন্তাধারায় পুষ্ট। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নারায়ণ বাবু ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন না। বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় তাই তার্কিকতা আছে, বুদ্ধিমার্গের প্রয়োগ আছে। কল্লোল গোষ্ঠীর ক্ষণিকত্বের মধ্যে যে শক্তির পরিচয় আছে, তাকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বীকার করেছিলেন। বিশেষত সে যুগের ছোটগল্প সম্বন্ধে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাবান। এ প্রসঙ্গে 'ছোটগল্প এবং এ যুগ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ''বাংলা ছোটগল্পে বিশ্বসাহিত্যের সব

[1] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: 'শিল্পীর স্বাধীনতা': দেশ সাহিত্য পত্রিকা ২০শে পৌষ ১৯৬৯, পৃঃ ৮৯৫।

লক্ষণগুলিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মহতী বিনষ্টের পাশে পাশে মহতী প্রাণের উদ্বোধন বাংলা গল্পে আজকে সমানেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে''।[2]

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ঐ যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছেন ''আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়েনা। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে গেছে। আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল কোরনা''।'[3] তিনি আরও বলেছেন ''সাহিত্যের মধ্যে অপ্রকৃতিস্থতার লক্ষণ তখনি প্রকাশ পায়, যখন দেখি বিষয় অত্যন্ত বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে। বিষয় প্রধান সাহিত্যই যদি এযুগের সাহিত্য হয়, তাহলে বলতে হবে এটা সাহিত্যের পক্ষে যুগান্ত''।[4] আমরা জানি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা বিষয়-কেন্দ্রিক এবং তাঁর ছোটগল্পে বিষয়-বৈচিত্র্য সুপ্রচুর। তাছাড়া কল্লোলীয়দের মতো তিনিও ছোটগল্পের গঠনশৈলীর ওপরে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালিয়েছেন। কিন্তু একটি কথা সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, এঁরা দুজনে ভিন্ন দুটি যুগের লেখক। সুতরাং সাহিত্যের বহিবঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু পার্থক্য থাকা খুবই স্বাভাবিক, তবু সাহিত্যের অন্তরঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় রবীন্দ্র প্রভাব উজ্জ্বল। 'সুনন্দর জার্নাল'-এর একটি প্রবন্ধে এই উক্তির সমর্থন মেলে। সেখানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্টই বলেছেন ''আমরা অগ্রসর হতে পারি, বিকশিত বিবর্তিত হতে পারি, সাহিত্যের আদর্শে জীবনের বিচিত্র মূল্যবোধে রবীন্দ্র কালীনতা থেকে দূর দূরান্তেও সরে যে পারি; কিন্তু ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে লক্ষ্যহীন শূন্যতায় ঘুরপাক খেতে পারি না। জাতীয় অগ্রগতি আত্মবিস্মৃতিকে আশ্রয় করে ঘটে না, তার জন্যে দরকার আত্মবিস্তৃতি। রবীন্দ্রনাথের মৃৎভূমিতেই আমরা শাখার পল্লবে পুষ্পমঞ্জরীতে বিকীর্ণ হতে পারি''।'[5]

কেবল, রবীন্দ্র-প্রভাবই নয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে সম-সাময়িক লেখকের প্রভাবের কথা বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ''আমার কথায় বলেছেন'' ''ছোটগল্প লেখার প্রেরণা পাই বিভিন্ন লেখকের গল্প পড়ে। অচিন্ত্যকুমার, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোজ বসু তাদের মধ্যে প্রধান''।[6]

প্রথমেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম-সাময়িক গল্পকার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে আসছি। সাহিত্য ক্ষেত্রে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর লেখনী যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি ধারালো। তাঁর মতে, বিজ্ঞান ছাড়া সাহিত্য হয়না। তাই তাঁর লেখায় ভাবালুতা- রোমান্টিকতা প্রায় নেই, আছে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বাস্তবনিষ্ঠ মন ও নেতিবাদ। এই নেতিবাদী চিন্তাধারার জন্যই মাণিকবাবুৰ সাহিত্যিক সত্তা শেষ অবধি বেঁচে থাকতে পারেনি। শেষদিকে উৎকট উৎকেন্দ্রিক লেখা লিখে মাণিকবাবু যেন অদৃশ্য বিধাতার উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন। অপরদিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যুক্তিবাদী হলেও রোমান্টিক, এবং বাস্তববাদী হলেও ইতিবাদী। তাই তার সাহিত্য-সম্ভার দিনে দিনে সমৃদ্ধ হয়েছে।

জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য থাকলেও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যের বিষয় নির্বাচন ও সাহিত্য রচনার লক্ষ্য প্রায় একই। এঁরা দুজনেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে

---

[2] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : ছোটগল্প এবং এ যুগ' : তাপসরঞ্জন পাল সম্পাদিত 'দাগ' পত্রিকা, ৮ম সংখ্যা ১৩৭৩, পৃঃ ২৫।

[3] অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : 'কল্লোল যুগ' প্রঃ প্রঃ ১৩৫৭ খৃঃ ২৯০ থেকে সংগৃহীত।

[4] ঐ পৃঃঐ।

[5] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'রবীন্দ্রোত্তর': 'সুনন্দর জার্নাল' প্রঃ প্রঃ ১৩৪৮ পৃঃ ২৮।

[6] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'আমার কথা' : রচনাবলী ১ম খণ্ড প্রঃ প্রঃ ১৩৮৬।

সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ, বস্ত্রসঙ্কট, কালোবাজারি, দুর্নীতি-জনিত চরম অবক্ষয় ইত্যাদিকে গল্পের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং উভয়েই এই সঙ্কটের সময়ে মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে জাগাতে চেয়েছেন। তাঁদের গল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করলে অনেক সময় দেখা যাবে, একই ঘটনা একইভাবে তাদের শিল্পী মনকে নাড়া দিয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা চলে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' (১৩৫৩ খৃঃ) ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' (১৯৫২ খৃঃ) গল্প দুটি যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এই গল্পদুটির নামকরণেই কেবল সাদৃশ্য নেই, গল্পদুটি একই বিষয় বস্তু-সঙ্কটকে কেন্দ্র করে রচিত এবং গল্পদুটি রচনার উদ্দেশ্য ও অভিন্ন।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পে অভিমানিনী রাবেয়ার ''আত্মহত্যার মতো মহাপাপ এখানে যেন কুসুম দাম সজ্জিত চাবুকে পরিণত হয়ে এ যুগের দুঃশাসনদের ভাবী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ইঙ্গিত দিয়েছে''।[7] এ প্রসঙ্গে স্বয়ং লেখক গল্পের শুরুতে বলেছেন ''কোন ছায়াকে ঘিরে থাকে শুধু সীমাহীন রাত্রির আবছা আঁধার, বুকসভায় দ্রৌপদীর অন্তহীন অবর্ণনীয় রূপক বস্ত্রের মতো''।[8] এদিকে 'দুঃশাসন' গল্পটির মুখবন্ধে নারায়ণবাবুর স্ত্রী আশাদেবী যে কবিতাটি সংযোজন করেছেন, তা মাণিকবাবুর এই কথাগুলিকেই স্মরণ করায়। ফলে দু'টি গল্প রচনার উদ্দেশ্য যে এক. তাতে আর কোন সন্দেহ থাকেনা। আশাদেবীর কবিতাটির এই দু'টি পংক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃতব্য

.....''আজ এক নয় শত কৃষ্ণার লাজ রাখ নারায়ণ
সহস্র হাতে হরিছে বসন যুগের দুঃশাসন''।[9]

রবিন পালের ভাষায় মাণিকবাবু যেখানে মূলত বিবরণধর্মী, নারায়ণবাবু সেখানে গল্পের গল্পত্বকে হরণ করেননি। প্রথমজনের লেখা নাটকীয়তা বর্জিত, দ্বিতীয়জনের নাট্যগুণান্বিত। প্রথমজন চরম নৈরাশ্যে গল্প শেষ করেছেন, দ্বিতীয়জন সেখানে শোষক শ্রেণীসমূহের প্রতি ঘৃণা ও প্রতিশোধস্পৃহাকে সংহত ভঙ্গিতে অপূর্ব রূপদান করেছেন।

বস্তুত, মাণিকবাবুর উত্তরকালের সাহিত্য রচনায় যেমন বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট প্রতিফলন আছে, তেমনি সাম্যবাদী মনোভাব আছে নারায়ণবাবুর সাহিত্য রচনায়। সমাজে শোষণের বিরুদ্ধে এই দুই লেখকই লেখনীকে তরবারিতে পরিণত করেছেন। তবে পেট ব্যাথা', 'রাঘব মালাকার' প্রভৃতি গল্পে মাণিকবাবু যেমন প্রকাশ্য বিদ্রোহের কুঠারঘাত করেছেন, তেমনি বিদ্রোহ নারায়ণবাবুর লেখায় কম। তার লেখায় বিদ্রোহের চেয়ে বিপ্লবের মন্ত্রধ্বনি বেশি উচ্চারিত; তাঁর লেখায় ঘোষণার চেয়ে ইঙ্গিত বেশি। প্রসঙ্গত নারায়ণবাবুর ''হাড়'', 'কবর', 'নীলা' প্রভৃতি গল্পগুলি স্মর্তব্য।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা বিরাট সাদৃশ্য এই যে, 'কল্লোল', 'কালি-কলম' প্রভাবিত যুগের লেখক হয়েও তারা অগ্রজ সাহিত্য প্রতিভাকে আক্রমণ করেননি। অবশ্য কল্লোল

[7] ডঃ শিখা ঘোষ সম্পাদিত 'সেরা মাণিক এর ভূমিকা, প্রঃ প্রঃ ১৩৯৯।

[8] মাণিক বন্দোপাধ্যায় : 'দুঃশাসনীয়' : ডঃ শিখা ঘোষ সম্পাদিত 'সেরা মাণিক' প্রঃ প্রঃ ১৩৯৯।

[9] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পের মুখবন্ধে আশাদেবী রচিত কবিতা; রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রঃ প্রঃ প্রকাশ ১৩৮৬।

গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত এঁরা কেউই নন। স্বয়ং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় ''কল্লোলের সঙ্গে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাদৃশ্য আছে তিক্ততায়, মানস গহনের অনুসন্ধানে এবং যুগোচিত সমাজ জিজ্ঞাসায়''।[10] কেবল তিক্ততার কথাটি বাদ দিলে এই উক্তিটি নারায়ণবাবু সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বলে মনে হয়। বিশেষত, এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এঁরা দুজনেই কল্লোলের প্রভাবকে স্বীয় বিচার-বুদ্ধির মাধ্যমে গ্রহণ করেছিলেন, নূতনের ক্ষণস্থায়ী চাঞ্চল্যের মোহ বা উন্মাদনা তাদের আবিষ্ট করতে পারেনি।

ফ্রয়েডের প্রভাবে মানসিক সর্পিলতার পথে জীবন-রহস্যের কেন্দ্র অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সরীসৃপ', 'সিড়ি', 'ভূমিকম্প', 'টিকটিকি' প্রভৃতি গল্পে। 'সরীসৃপ গল্পটি সম্বন্ধে নারায়ণবাবু বলেছেন 'অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত যৌন চেতনা নরনারীকে বিকৃতির কোন রসাতলে নিয়ে যায়, চারু পরী ও বনমালীর চরিত্র তার নিখুঁত মনস্তত্ত্ব-সম্মত আলেখ্য''।[11] মানিক বাবুর মতো নারায়ণবাবু অবচেতনার গহনে অবগাহন করেছেন তাঁর 'লাল ঘোড়া', 'শেষচূড়া' প্রভৃতি গল্পে। কিন্তু তাঁর গল্পগুলি মাণিকবাবুর মতো অত জটিল বা দুর্বোধ্য নয়। মাণিকবাবুর মতো উদ্ভট সমস্যাও সাধারণত তাঁর গল্পের বিষয় নয়। নারায়ণবাবুর এধরনের ব্যতিক্রমী গল্প হল 'অমনোনীতা', 'আত্মহত্যা' ইত্যাদি।

ফ্রয়েডিয় যৌন-চেতনাকে প্রাধান্য দিয়ে মাণিকবাবু অনেক সময় তার গল্পকে মনোবিকলনের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন এবং এই অসুস্থ, বিবৃতরূপে জীবনকে গ্রহণ করে নিজের লেখাকেই বিকৃত করে ফেলেছেন। কিন্তু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ফ্রয়েডের যৌন-চেতনাকে সুস্থ জীবনেরই একটি অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং জীবনের এ সব কুশ্রীতাকে অতি প্রাধান্য দিতে গিয়ে কখনোই লেখাকে বিকৃত করে তোলেননি। তিনি সুস্থ উজ্জ্বল জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ভূদেব চৌধুরীর ভাষায় মানিকবাবু ''গল্প উপন্যাসের শরীরে যৌন মনস্তত্ত্ব এবং নারী প্রকৃতি চিত্রণের অপরিহার্য উপকরণ বিন্যাসেও স্তিমিত দীপ্তি শিল্পী ভাবনার অন্তর্দৃষ্টি ফ্রয়েডীয় তত্ত্বানুসরণের জ্যামিতিক রেখা অনুসরণ করে চলেছে''।[12] আমরা জানি, নারায়ণ বাবুর লেখা তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে সজীবতা হারায়নি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প রচনার ক্ষেত্রে মানসিকতার একটা বিরাট পার্থক্য হল এই যে, স্বয়ং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় ''বিচারকের শান্ত নিরাসক্তির সঙ্গে বিরূপ বক্তৃতার মিলনে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্পর্কে অসাধারণ নির্মম।''[13] অপরপক্ষে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মধ্যবিত্তের প্রতি সহৃদয় এবং সহানুভূতিপূর্ণ। এইজন্য আবেগ কখনো কখনো তাঁর গল্পের নৈর্ব্যাক্তিক রূপকে বিনষ্ট করেছে। আবার মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে সহমর্মিতার অভাব কখনোবা গল্পগুলিকে যান্ত্রিক করে তুলেছে। আসলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের থেকে মাণিকবাবুর লেখায় বলিষ্ঠ জীবনরস বেশি এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে নারায়ণ বাবুর লেখায় কোমল সাহিত্যরস বেশি। আর এই দুই লেখকেবই লেখায় বৃদ্ধিদীপ্ত ইঙ্গিতময়তা, সাঙ্কেতিকতা বারবার ঝলসে উঠেছে চকিত বিদ্যুতের মতো। সেই আলোয় জীবনের গভীরতর রূপ মুহূর্তের জন্য চোখে পড়ে।

---

[10] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : বাংলা গল্প বিচিত্রা' : রচনাবলী ৯ম খন্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯২ পৃঃ ৩৬৩।

[11] ডঃ গোপিকা রায়চৌধুরী : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য' প্রঃ প্রঃ ১৩৮০, পৃঃ ৩৪৬।

[12] ভূদেব চৌধুরী : 'বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৫৮৪।

[13] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' : রচনাবলী ৯ম খণ্ড, ১৩৯২, পৃঃ ৩৬৯।

মাণিকবাবুর লেখায় দেহের বলিষ্ঠতা তথা আদিমতা ও মনোবিকারের রুগ্নতা আশ্চর্য কৌশলে সমন্বিত। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'প্রাগৈতিহাসিব গল্পটি। আসলে নিচুতলার জীবনে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন এক বলিষ্ঠতার সন্ধান পেয়েছিলেন, নারায়ণবাবুর মতে ''যা আত্মবঞ্চনার মর্ফিয়া দিয়ে নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা করে না''।[14] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও এই আদিম বলিষ্ঠতা সাঁওতালদের মধ্যে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি মাণিকবাবুর মতন সেই বন্য আদিমতায় ফিরে যেতে চাননি, যেখানে ''মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা আশ্রয় লইয়াছে।[15] বস্তুত নারায়ণবাবু মধ্যবিত্তের উপর আস্থা রেখে উন্নততর যুগের স্বপ্ন দেখেছেন, আদিম অসভ্যতার 'প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে যাবার মানসিকতা তাঁর ছিল না''।

উত্তরকালে মার্কসবাদে নিজের জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পেয়ে মাণিক বন্দোপাধ্যায় তাঁর গল্পে যে দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পেও তার পরিচয় মেলে। প্রসঙ্গত, মানিক বন্দ্যোপধ্যায়ের 'বিবেক', 'চিকিৎসক', 'রক্ত নোনতা', 'শিল্পী' প্রভৃতি গল্পের কথা বলা চলে। নারায়ণবাবুর এই ধরনের গল্পগুলির পুনরুল্লেখ করলাম না।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে মাণিকবাবু তাঁর কিছু গল্পের ফর্মুলায় প্রাধ্যান্য এনে ফেলেছেন। নারায়ণবাবুরও কিছু পরীক্ষামূলক গল্পাঙ্গিক আছে, কিন্তু তা এতটা বৈজ্ঞানিক-পন্থী নয়, প্রাণের উত্তাপে উজ্জ্বল। কারণ, মাণিকবাবু বিশ্লেষণপন্থী আর নারায়ণবাবু আস্বাদনপন্থী।

বাস্তবনিষ্ঠ লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে নির্মোহ বুদ্ধির যোগ ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যের দরবারে স্বতন্ত্র আসন অধিকার করেছেন। বলিষ্ঠ জীবনবোধ, মানব কল্যাণের পূতমন্ত্রে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অমর হয়ে আছেন। বিশেষত, রবীন্দ্রোত্তর যুগে গল্পের বহিরঙ্গ রচনায় মাণিকবাবু সফলতম শিল্পী। স্বয়ং সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় ''মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিউবিস্ট গোত্রের শিল্পী- যেখানে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে সমাজসচেতন শিল্পবুদ্ধি জটিল অথচ নির্ভুল যুগমনকে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছে''।[16]

এবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার তুলনামূলক আলোচনা করছি। সাহিত্যক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা ও গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, একজন প্রথম শ্রেণীর লেখক। 'কল্লোল' যুগের লেখক হয়েও তিনি কল্লোল-গোত্রীয় হতে পারেননি। তিনি এ যুগের ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এনেছিলেন এক নতুন স্বাদ-জল, মাটি, মানুষ, পশুর ভালবাসার স্বাদ। এই প্রসঙ্গে শ্রী ভূদের চৌধুরী তার বাংলা সাহিত্যের 'ছোটগল্প ও গল্পকার' নামক গ্রন্থে বলেছেন - 'কল্লোল' গোষ্ঠীর শিল্প চিত্ত যেখানে 'ঊর্মিল উত্তালতার প্রখর অস্বীকৃতি'র তথ্য একান্তভাবে প্রত্যয়ভদের আমোদ উল্লাসে উদ্দান হয়ে উঠেছিল, তারাশঙ্কর তখন মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে চেয়েছেন এক কল্যাণ-স্নিগ্ধ সত্য সুন্দর জীবন পরিণামে।` ` [17] এইভাবে মানব-প্রীতি রাজনৈতিব-চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে তারাশঙ্করের রচনায় এর বিশেষ জীবন-দর্শনের ব্যাপ্তি এনেছেন। তাঁর 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা', প্রভৃতি উপন্যাস তার পরিচায়ক। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, নারায়ণবাবুও বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানব-প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন।

---

[14] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' : রচনাবলী ৯ম খণ্ড, ১৩৯২, পৃঃ ৩৬৯।

[15] মানিক বন্দোপাধয়ায় : সরীসৃপ : শিখা ঘোষ সম্পাদিত 'সেরা মানিক' প্রঃ প্রঃ ১৩৯৯।

[16] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' : রচনাবলী ৯ম খণ্ড, প্রঃ প্রঃ ১৩৯২, পৃঃ ৩৭৩।

[17] ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৫০৩।

তাঁর গল্পে। তবে তারাশঙ্কর রাজনৈতিক দলগুলির দলাদলি দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন এবং বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের পক্ষপাতী ছিলেননা। পক্ষান্তরে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শের সমর্থক ছিলেন। সুস্নাত দাশের ভাষায় ''সর্বজনপ্রিয় এই মানুষটি কখনোই ছিলেন না পার্টি সদস্য বা সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। কিন্তু দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, যেকোনো শোষণ নিপীড়নের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা তাকে টেনে এনেছিল কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে''।[18] তারাশঙ্করের মতো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও কল্যাণ- স্নিগ্ধ ইতিবাদী দৃষ্টিতে জীবনকে দেখেছেন। ফলে সুস্থ জীবন ও উজ্জ্বল আশাবাদ তাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ এবং কালজয়ী করেছে। অবক্ষয়িত বর্তমান এঁদের দুজনকেই জীবন-বিরোধী না করে জীবন সন্ধানী করেছে। বর্তমান সভ্যতার ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্যেও তাঁদের কল্যাণময় অন্তার্থক চেতনা ও ভাবের গভীরতা জীবন-বোধকে পুষ্ট করেছে।

আমরা জানি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা, আঞ্চলিক। রাঢ় অঞ্চল প্রধানত বীরভূম জেলাকে কেন্দ্র করেই এই আঞ্চলিকতা গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের প্রকৃতি, কাহিনী-কিংবদন্তী এবং আদিম মানুষের দল তার সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। ভূদেব চৌধুরীর মতে ''তারাশঙ্করের প্রখর আঞ্চলিকতারও মূল প্রেরণা' হল 'তুলনাবিহিত পরিবেশ সচেতনতায়''।[19] তাই বৈষ্ণবতা ও তান্ত্রিকতা তার সাহিত্য রচনার মধ্যে জড়িয়ে গেছে। কেননা, বীরভূম কেবল বীরাচারী তান্ত্রিকের দেশই নয়, আউল, বাউল, বৈষ্ণব দরবেশের দেশ। 'রসবলি', 'বাইকমল', 'কবি', 'হারানো সুর' প্রভৃতিতে বৈষ্ণব-রসের মধুর ধারা তারাশঙ্কর প্রবাহিত করেছেন। আবার 'ছলনাময়ী', 'রায়বাড়ি', 'নারী নাগিনী', 'বোবা কথা', 'দেবতার ব্যাধি', 'ডাইনী', 'বেদেনী', 'অগ্রদানী' ইত্যাদি গল্পে তান্ত্রিক জীবন রসের বৌদ্ধ বীভৎস ভয়ানক স্বাদুতাই একান্ত হয়ে উঠেছে''।[20] রাঢ় অঞ্চলের এই বিশিষ্ট রস পরিবেশন তো তারাশঙ্কর করেছেনই, এছাড়া নিতান্ত ভৌগোলিক অর্থেও তার গল্পগুলি রাঢ়ের পটভূমিতে রচিত তথা আঞ্চলিক

আবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও উত্তরবঙ্গকে কেন্দ্র করে তার অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর বেশকিছু গল্পে পূর্ববঙ্গও পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই তাকেও আঞ্চলিক বলা চলে। 'টোপ', 'জান্তব', 'বনজ্যোৎস্না', 'বন-বিড়াল', 'ডিম', 'ধস', 'শেষ চুড়া', 'সেই পাখিটা', 'কাণ্ডারী', প্রভৃতি গল্পের পটভূমি হল উত্তরবঙ্গ। নির্মলেন্দু ভৌমিক মহাশয় লক্ষ্য করেছেন ''রবীন্দ্রনাথের যেমন পদ্মা, পরবর্তীকালে কোপাই। তারাশঙ্করও কোপাই নদীকে গ্রহণ করেছেন, বিভূতিভূষণ তেমনি ইছামতীকে। নারায়ণবাবুর অন্তরে যে নদী বারবার তার ছায়া মেলে ধরেছে, সে উত্তর বঙ্গের মহানন্দা নদী''।[21] 'যাত্রা', 'কালো জল', 'কালাবদর প্রভৃতি গল্পে আবার দেখি পূর্ববঙ্গের মেঘনার রূপ। আর তারাশঙ্করের মতো তার লেখায় বৈষ্ণবীয় মধুর রসের বন্যাতো নেই-ই, বরং বৈষ্ণবদের প্রতি কটাক্ষ আছে। 'নব্রুচরিত', 'ভাঙা চশমা' প্রভৃতি গল্প এবং 'মহানন্দা' উপন্যাসে এর পরিচয় মেলে। তবে তারাশঙ্করের লেখায় যে রুদ্রতা অলৌকিকতা আছে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখাতেও তা আবিষ্কার করা যায়।

---

[18] সুন্নাত দাশ : 'প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়' : 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৯২, পৃঃ ৭২।

[19] ভূদেব চৌধুরী : 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৫২৪।

[20] ঐ পৃঃ ৫৩৪।

[21] নির্মলেন্দু ভৌমিক : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও উত্তরবঙ্গ' : 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা ১৯৯২, পৃঃ ১৩১।

তারাশঙ্কর এবং নারায়ণবাবু উভয়েই স্থানীয় ঐতিহ্য, গল্প-কাহিনী-কিংবদন্তীকে গল্পে স্থান দিয়ে অতিলৌকিক ও বীভৎস রস সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের 'বেদেনী', 'যাদুকরী', 'ডাইনী', 'অগ্রদানী', প্রভৃতি গল্প এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়, মর্গ', 'টোপ', 'জাগ্রতা', প্রভৃতি গল্প উল্লেখযোগ্য। তারাশঙ্করের 'ডাইনী' গল্পটি কুসংস্কার-ভিত্তিক হলেও ''অদ্ভুত বলিষ্ঠতায়, অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় আর পরিবেশের রুদ্রতায় সমস্ত গল্পটিতে যেন অতিলৌকিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে''।[22] নারায়ণবাবুর 'জাগ্রতা' গল্পটিও কুসংস্কার ভিত্তিক। কিন্তু পরিবেশের ভয়ঙ্করতায়, বর্ণনার রুদ্রতায় ও অনুভূতির সূক্ষ্ম রহস্যময়তায় এই গল্পটিতেও গড়ে উঠেছে অতিলৌকিক পরিবেশ। শ্রী ভূদেব চৌধুরীর মতে ''তারাশঙ্করের গল্প-বিষয়ে তন্ত্রাভিচার-জনিত বীভৎসতা যেমন রূঢ় বর্ণে চিত্রিত হয়েছে, তেমনি যথার্থ রূপায়ণ ঘটেছে তন্ত্র সাধকের শক্তি সমগ্র দৃঢ় কঠিন ব্যক্তিত্বের''।[23] জগদীশ ভট্টাচার্যও তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ গল্প' - এর ভূমিকায় বলেছেন ''তারাশঙ্করের আরাধ্যা জীবনের বিভীষণা নগ্নিকা কালিকামূর্তি''।[24] 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে উজ্জ্বল কুমার মজুমদার বলেছেন ''বীভৎসভা বা ভয়ানক রসের প্রতি তার আকর্ষণও লক্ষণীয়''।[25]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই দুজনের লেখাই অশ্লীলতা মুক্ত। যৌনতার কদাচার তাদের নেই। এক প্রসন্ন কল্যাণময় শিল্প-চেতনা এঁদের রচনার গভীরে কাজ করেছে। তাই বেদেনীর নিবারণ নৃত্যও তারাশঙ্করের রচনায় অশ্লীল নয়। আর আদিবাসী রমণীর নৃত্যও নারায়ণবাবুর লেখায় অশ্লীলতামুক্ত।

তারাশঙ্করের গল্পে কুৎসিত কদাকার, বিকলাঙ্গ মানুষ প্রচুর এবং তাদের বিশিষ্ট অঙ্গ বিকৃতি এই কথাই প্রমাণ করে যে বহিরঙ্গই মানুষের চরম রূপ নয় তাদের প্রাণলোকের নেপথ্যে স্নেহ প্রেমের যে ফল্গুধারা বইছে, তার পরিচয়েই তাদের যথার্থ পরিচয়। যেমন 'মতিলাল'গল্পের কদাকার মতিলাল ও তার স্ত্রী, তমসা' গল্পের নায়ক পন্থী। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে কিন্তু এমন বিকৃত চেহারার মানুষ প্রায় নেই। দুর্ঘটনা' গল্পে অবশ্য অগ্নিদগ্ধা কুরূপা নারীর কথা আছে, কিন্তু তার অন্তরে স্নেহ-প্রেমের নির্ঝর নেই; বরং আছে অক্ষম ঈর্ষার তীব্র বিষের জ্বালা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যময় ভাবসমৃদ্ধ সাধুভাষা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনের লেখাকে খুব প্রভাবিত করেছে। পরবর্তীকালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চলিত ভাষায় গল্প উপন্যাস রচনা করলেও তারাশঙ্করের ভাষার রৌদ্রোজ্জ্বল বলিষ্ঠ পৌরুষের চকিত ঝলক মেলে সেই ভাষায়। তবে তারাশঙ্করের মতো রূঢ়, অমার্জিত ভাষা প্রয়োগ তিনি প্রায় করেননি, এবং তাঁর ভাষায় যে রোম্যান্টিক স্নিগ্ধতা আছে, তা তারাশঙ্করের লেখায় দুর্লভ। তাছাড়া তারাশঙ্করের ভাষা মহাকাব্যধর্মী; সে ভাষায় বিবরণ বিস্তৃত ও সুন্দর। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা কিন্তু মূলত গীতিকাব্যধর্মী - সে ভাষায় বর্ণনা বিস্তৃত নয়, কিন্তু সুন্দর। বস্তুত তাঁর ভাষায় বিবৃত্তির চেয়ে ইঙ্গিতই বেশি।

---

[22] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'বাংলা গল্পবিচিত্রা' : রচনাবলী ১ম খণ্ড, পঃ পঃ১৩৯২,পৃঃ ৩৫৪।

[23] ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' প্রঃ প্রঃ ১৯৬২, পৃঃ ৫৩৩।

[24] জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'তারাশঙ্করের ছোটগল্প' এর ভূমিকা।

[25] উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' : সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত সাহিত্য ও সংস্কৃতি শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৭, পৃঃ ২৬০।

গ্রন্থসূচী:

১। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত'(১৩৬৭) ।
২। অমলেন্দু দে: 'বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' (১৯৭৪) ।
৩। অচিন্ত অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত: কল্লোল যুগ' (১৩৫৭) ।
৪। আর. জি. মূর: 'ক্রাইসিস অব ইণ্ডিয়ান ইউনিটি(১৯৭৪) ।
৫। আন্তানোভা, বোনগার্দ-লেভিন, কতোভস্কি: 'ভারতবর্ষের ইতিহাস'(১৯৮২) ।
৬। ও. হেনরী: 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (বিমল মিত্র অনূদিত, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত) (১৩৯৮) ।
৭। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী: দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য'(১৩৮০) ।
৮। জ্যোৎস্না গুপ্ত: 'পরশুরামের মন ও শিল্প'(১৯৮৫) ।
৯। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী: 'নির্বাচিত গল্প' (সম্পাদনা নিতাই বসু) (১৯৮৯) ।
১০। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: 'নিশিপদ্ম' ২য় প্রকাশ (১৩৮৯) ।
১১। দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়: নাট্যতত্ত্ববিচার (১৩৯১) ।
১২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: সাহিত্যে ছোটগল্প' (১৩৬৫) ।
১৩। 'বাংলা গল্প বিচিত্রা' (১৩৯২): রচনাবলী ১ম খণ্ড (১৩৮৬), ২য় (ঐ), ৩য় (১৩৮৭), ৪র্থ (ঐ), ৫ম (১৩৮৮), ৬ষ্ঠ (১৩৮৯), ৭ম (১৩৯০), ৮ম (১৩৯১) ।